আরও দুইজন বিএসএফ সদস্যের লাশ উদ্ধার

রৌমারী হইতে ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী বড়ইবাড়ি সীমান্ত এলাকায় গতকাল শনিবার আরও দুইজন বিএসএফ-এর গলিত লাশের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বড়ইবাড়ি বিডিআর সীমান্ত ফাঁড়ির প্রায় দেড়শত গজ দূরে ধান ক্ষেতে লাশ দুইট পড়িয়াছিল। ফ্লাগ মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিডিআর সমগ্র এলাকায় তল্লাশী চালাইয়া ধান ক্ষেতে পড়িয়া থাকা লাশ দুইটির পাশে সাদা পতাকা দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। এলাকায় তল্লাশী চালাইয়া বিএসএফের পরিত্যক্ত বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে।

তদন্তের পর ভারতের অভিযোগের জবাব দেওয়া হইবে ..... পররাষ্ট্র সচিব

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী বলিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ ফ্লাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনে সমঝোতা হইয়াছে। সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত রহিয়াছে। ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিএসএফ সদস্যদের নিহত হওয়ার ধরন সম্পর্কে তদন্তের পর ভারতীয় অভিযোগের জবাব দেওয়া হইবে। গতকাল শনিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক ব্রিফিংয়ে পররাষ্ট্র সচিব একথা বলেন। তিনি বলেন, সীমান্তে অনুষ্ঠিত ফ্লাগ মিটিংয়ে উভয়পক্ষের উত্তেজনা প্রশমনে সমঝোতা হইয়াছে। কোম্পানী ও বি ও পি পর্যায়ে বৈঠকের সিদ্ধান্ত, পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার ঐকমত্য ও আজ কমান্ডার পর্যায়ে ফ্লাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাছাড়া, আজ বিএসএফ-এর আহত ২ জন সদস্যকে ভারতের নিকট হস্তান্তর করা হইবে। তিনি বলেন, উভয় দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উত্তম সম্পর্ক বিরাজ করায় সীমান্তের সংঘর্ষের পর অতি দ্রুত উত্তেজনা প্রশমনসহ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ হইয়াছে। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় কোন গুলীর ঘটনা ঘটেনি। সীমান্তে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

পররাষ্ট্র সচিব সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিএসএফ সদস্যরা কিভাবে নিহত হইয়াছে তাহা যথাযথ তদন্ত করিয়া জবাব দেওয়া হইবে। তবে তিনি বলেন, গ্রামের মানুষ যেভাবে বিএসএফ-এর লাশ বহন করিয়াছে তাহার ছবি প্রকাশ যথাযথ হয় নাই বলিয়াও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিএসএফ সদস্যদের ১৫ জনের লাশের ময়না তদন্তের পর হস্তান্তর করা হইয়াছে। লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে অথবা জখম করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, এ ধরনের ভারতীয় অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, যথাযথ তদন্তের পূর্বে এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করা যাইবে না।

গতকাল ঢাকাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সহিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। ইহাছাড়া, দিল্লীস্থ পররাষ্ট্র দপ্তরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং বিএসএফ সদস্যদের আঘাত করিয়া হত্যা করা হয় বলিয়া প্রতিবাদ করা হয়।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে জানান, আর কোন বিডিআর অথবা বিএসএফ সদস্য নিখোঁজ আছেন কিনা তাহা উভয় দেশ পৃথকভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ পর্যন্ত ১৫ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট ॥ বিএসএফ সদস্যরা বুলেটের আঘাতেই মারা গিয়াছে

ইউএনবি ॥ রৌমারী সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ সংঘর্ষে নিহত ১৫ জন বিএসএফ সদস্য ও ৩ জন বিডিআর সদস্যের ময়না তদন্তের রিপোর্টে বুলেটের আঘাতে বিএসএফ সদস্যদের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন ও ডাঃ আবুল মনসুর ময়না তদন্ত করেন। তাহারা লাশের গায়ে কোন আঘাত অথবা শারীরিক নির্যাতনের আলামত পান নাই। ময়না তদন্তকারী চিকিৎসক জানান, লাশের গায়ে বুলেটের আঘাতের অন্ততঃ ৭/৮টি করিয়া ছিদ্র পাওয়া যায়। লাশের বিভিন্ন অংশে এই বুলেট ইনজুরির চিহ্ন পাওয়া যায়। ডাক্তারদের মতে সম্ভবতঃ ব্রাশফায়ারে বিএসএফ সদস্যরা নিহত হইয়াছেন। রিপোর্টে বলা হয়, বিএসএফ সদস্যরা নিকট দূরত্ব হইতে গুলীবিদ্ধ হইয়াছেন এবং সম্ভবতঃ মেশিনগানের মত ভারী অস্ত্রের গুলী হইবে। ডাঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ সঠিক নয়। তিনি বলেন, ময়না তদন্তের সময় দেখা যায়, লাশের অনেক অংশে আংশিক পচন ধরিয়াছে। কয়েকটি লাশ ছিল হাইলি ডিকম্পজড, পচন ধরার কারণে অনেক লাশের মুখের আকৃতি বিকৃত হইয়াছে, যাহা গরমের দিনে অস্বাভাবিক নয়।

ভারত অভিযোগ করিয়াছে, অনেক বিএসএফ সদস্য শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে নিহত হইয়াছে।

সোনাইমুড়িতে শিলাবৃষ্টিতে ২ হাজার একরের বোরো ফসল বিনষ্ট

চৌমুহনী সংবাদদাতা ॥ বৃহস্পতিবার রাত্রে বেগমগঞ্জ উপজেলার সোনাইমুড়ি থানাধীন পোরকরা, জাহানাবাদ, রতি, শাহারপুর গ্রামে প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি হওয়ায় এলাকার প্রায় ২ হাজার একর বোরো ফসল বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এলাকার কৃষকরা দিশাহীন হইয়া পড়ে।

সাধারণ মানুষকেই প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে .....খাদ্যমন্ত্রী

ঝালকাঠি সংবাদদাতা ॥ আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও খাদ্যমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলিয়াছেন, দেশ যখন ক্রমাগত অগ্রগতির দিকে আগাইয়া যাইতেছে, মানুষ যখন একটি অসাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসমুক্ত সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে চরম সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ, স্বাধীনতা বিরোধীদের সংগে নিয়া প্রধান বিরোধীদল দেশে অশান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্র ও নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। যাহারা জনগণের শান্তি ও ভোটের অধিকার পুনরায় ছিনাইয়া নিতে চাহিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকেই প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। জনাব আমু গত শুক্রবার ঝালকাঠি সদর উপজেলার ভৈরবপাশা ইউনিয়নে দিনব্যাপী বিভিন্ন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে একথা বলেন।

ভৈরবপাশা ইউনিয়নে ৩০০ জনের মধ্যে ভি,জি,এফ কার্ড বিতরণ, প্রতাপ-উত্তমাবাদ সড়ক উদ্বোধন, ঢাপর ক্ষুদ্র পানি সেচ প্রকল্পের ও প্রতাপ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নূতন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং লক্ষণকাঠি কম্যুনিটি ক্লিনিক উদ্বোধন উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পৃথক পৃথক এ সকল সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আব্দুস সালাম, বি,এম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মকবুল আহমেদ, সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান এ,কে আব্দুল হক প্রমুখ।

তেরখাদা জোড়া খুন ॥ আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা জড়িত নহে

খুলনা অফিস ॥ গতকাল শনিবার সকালে খুলনা প্রেসক্লাবে জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন যে, শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিএনপি তেরখাদা উপজেলার মোকামপুরের জোড়া খুনের দায়দায়িত্ব মধুহর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ মোস্তাকিমসহ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর চাপাইবার অপচেষ্টা করিতেছে। তাহারা বলেন, সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসী আনসার ও আজাদ যে দিন হইতে নিখোঁজ হওয়ার কথা বলা হইতেছে, তাহার দুইদিন পূর্বেই অপর ৪ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ ঢাকায় ছিলেন। তাঁহারা বলেন, আওয়ামী লীগ এবং হুইপ এস,এম মোস্তফা রশিদী সুজার ভাবমূর্তি বিনষ্ট ও এলাকার উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার জন্য এই জোড়া খুন মামলায় নেতা-কর্মীদের জড়ানো হইয়াছে। তাহারা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের নামে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার ও যথাযথ তদন্তপূর্বক দোষীদের গ্রেফতার এবং বিচারের দাবী জানাইয়াছেন।

বিএনপি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ রাজনৈতিক চাপে যেন আগামী নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা না হয় বিএনপি নির্বাচন কমিশনের নিকট সেই আবেদন জানাইবে। শীঘ্রই বিএনপি'র একটি প্রতিনিধিদল এ ব্যাপারে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম,এ সাঈদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আজ রবিবার এই সময় চাওয়া হইবে। নির্বাচন কমিশন ইতিপূর্বে জেলা প্রশাসনকে সম্ভাব্য ভোট কেন্দ্রের নাম চাহিয়া একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিল। ইহাতে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে সকল কেন্দ্র ছিল তাহা বজায় রাখার কথাও বলা হয়। কিন্তু গত সপ্তাহে বিভাগীয়, জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সহিত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বৈঠকে ভোট কেন্দ্র স্থাপনে নানা রাজনৈতিক চাপ দেয়ার কথা বলেন কয়েকজন কর্মকর্তা।

তবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানাইয়াছে, বর্তমানে ভোট কেন্দ্রের যে তালিকা চাওয়া হইয়াছে তাহা চূড়ান্ত নহে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেই ভোট কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় চূড়ান্ত করা হইবে।

ইতিপূর্বে বিএনপি'র একটি প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সহিত বৈঠক করিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত প্রশ্নে আলোচনা করেন।